তারিখ
পৃষ্ঠা
NOV. 25 2002

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কতিপয় অনিয়ম দুর্নীতির তথ্য

জোট সরকারের ক্ষতারোহণের মেয়াদের ১০০ দিনে কিম্বা ১ বছরে যে মন্ত্রণালয়গুলোর কাজে সর্বাধিক সাফল্য ও প্রশংসা অর্জিত হয়েছিল- শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের অন্যতম। কিন্তু দ্বিতীয় বছরে এসেই সেই সাফল্য ব্যাহত হতে চলেছে এবং সেখানে নানা দুর্নীতি, অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা জেঁকে বসেছে। মন্ত্রণালয়ের একটি সংঘবদ্ধ চক্র উর্ধ্বতন মহলের আশির্বাদে সুকৌশলে সরকারের নীতিবিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এতে করে মন্ত্রণালয়ের কাজের শৃঙ্খলাও ব্যাহত হচ্ছে।

ব্র্যাককে পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব দেয়ার রহস্য ঃ

এ বছর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০২ শিক্ষা বর্ষের জন্য ব্র্যাককে ১৫ লাখ ৩০ হাজার পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব দিয়ে সরকারের ৩৬ লাখ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের একটি বিশস্ত সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২০০৩ শিক্ষা বর্ষের ৬৭ লাখ ৫০ হাজার পুস্তক প্রকাশের জন্যও ব্র্যাককে অনুমতি দেয়ার একটা পাঁয়তারা চলছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সরকার পরবর্তী বছরের জন্য আরো ১ কোটি ৬০ লাখ টাকার রাজস্ব আয় থেকে বঞ্চিত হবে।

ওয়াল চার্ট পেইন্টিং দুর্নীতি ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার উপকরণ স্বরূপ ৩ কোটি টাকার ওয়াল চার্ট প্রিন্টিং-এ দুর্নীতির খবর পাওয়া গেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই হঠাৎ জাতীয়তাবাদী সাজা আমলাদের একটি চক্র এই কাজটি বিগত ৫ বছরে যে প্রতিষ্ঠানগুলো পেয়ে আসছিল এখনো তাদের দেয়ার জন্য পাঁয়তারা করছে বলে জানা গেছে। এমনকি এক্ষেত্রে তারা সর্বনিম্ন দরদাতাকে বাদ দিয়ে ৪ গুণ বেশী মূল্যের দরদাতাকেও কাজ দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কম্পিউটার ক্রয়ে দুর্নীতি ঃ

প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০ হাজার কম্পিউটার বিতরণ প্রকল্পের আওতায় দু'টি প্যাকেজ প্রোগ্রামে দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রথম প্যাকেজে একটি সিগারেট কোম্পানীর সহযোগী একটি আইসিটি প্রতিষ্ঠানকে ৫ শত কম্পিউটার প্রদানের কার্যাদেশ দেয়া হয়। উক্ত আইসিটি প্রতিষ্ঠানের ইতোপূর্বে এতোবড় কাজের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও রহস্যজনক কারণে ৪৫ দিনের মধ্যে ৫০০ কম্পিউটার সরবরাহের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ১০০ দিনের বেশী অতিবাহিত হয়ে গেলেও উক্ত আইসিটি কোম্পানী তাদের কার্যাদেশ প্রাপ্ত কম্পিউটার সরবরাহ সম্পন্ন করতে পারেনি। এদিকে এহেন তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও মন্ত্রণালয়ের এই সংঘবদ্ধ চক্রটি NC কম্পিউটার নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানকে ১ হাজার কম্পিউটার প্রদানের কার্যাদেশ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য, এই NC কম্পিউটার কোম্পানীরও এর আগে এতবড় কাজ সম্পন্ন করার কোন নজির নেই। তাছাড়া দরপত্রের শর্তে সরবরাহকৃত কম্পিউটারগুলোর ১ বছরের জন্য সার্ভিসিং দেয়ার কথা থাকলেও NC কম্পিউটার কোম্পানীর সেরূপ অভিজ্ঞতা, জনবল ও ইন্ট্রমেন্টাল সাপোর্ট নেই বলে জানা গেছে। তা সত্ত্বেও উক্ত কোম্পানীকে রহস্যজনক কারণে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও স্বল্পদামের বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয় লেজার প্রিন্টার ক্রয় না করে কোন্ কারণে ডট মেট্রিক্স প্রিন্টার ক্রয় করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়। এদিকে NC কম্পিউটার কোম্পানীকে তাদের কম্পিউটার সরবরাহের মেয়াদ শেষের আর মাত্র সপ্তাহখানেক বাকি। কিন্তু তারা এখনো কম্পিউটার সরবরাহ করতে পারেনি।

ও. এম. আর. ফর্ম ছাপার কাজে দুর্নীতি ঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এসএসসি, এইচএসসি, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল শ্রেণীর পরীক্ষার জন্য ১০ কোটি টাকার ও. এম. আর ফর্ম ছাপার জন্য আহূত দরপত্র গত ২৬ সেপ্টেম্বর ওপেন করা হয়। আন্তর্জাতিক দরপত্রের নিয়মানুযায়ী কোন দরপত্র টেকনিক্যালি রেসপনসিবল না হলে তার ফিনান্সিয়াল অফার বিবেচনা করা হয় না। কিন্তু সলিউশন এন্ড সাকাইম্যাক্স নামের একটি ভারতীয় কোম্পানীর অফার টেকনিক্যালি ননরেসপনসিবল হওয়া সত্ত্বে সর্বনিম্ন দরদাতা দেখিয়ে তাদের কাজ দেয়ার চেষ্টা চলছে। মন্ত্রণালয়ের এই সংঘবদ্ধ চক্রটি দীর্ঘদিন এই ফাইল গোপন করে রেখে পুনঃ টেন্ডারের সুযোগ নষ্ট করে দেয় বলে জানা গেছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সংঘবদ্ধ চক্রটি মাঝে মধ্যেই বিয়াম, মনিপুর, রাজেন্দ্রপুর, বার্ড-এ গোপন মিটিং-এ বসে রহস্যজনক শলাপরামর্শ করে থাকে। সাথে চলে বিনোদনের সব প্রকার উপকরণসহ জমজমাট আসর।

সন্ত্রাস ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে ক্ষমতায় আসীন জোট সরকারের অবিলম্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই সংঘবদ্ধ কুচক্রী মহলের তৎপরতা সম্পর্কে তদন্ত করা উচিত বলে পর্যবেক্ষক মহল মনে করেন।

❑ শিক্ষাঙ্গন রিপোর্ট